বিদ্যাসাগরের প্রতি

পরিতোষ মাহাত

VIDYASAGARER PRATI

(Poems in Bengali Dialect)

by

Paritosh Mahata

প্রকাশ – আইখ্যান যাত্রা, ১৯৯৯

প্রকাশক –

দুলাল মাহাত

লেখাপড়া প্রকাশনী

কলেজ মোড়, ঝাড়গ্রাম

সূচিপত্র

বিদ্যাসাগরের প্রতি

ভেড়াকে নেউগড়াঞি ঘড়া বনা যায় নাই-

বরুং ঘড়াকে নেউগড়ালে

ভেড়া হঞি যাবার চান্স থাকে!

তার লাগেঁই বলি কীঃ

বেশিক্কে বাশি তেরিমেরি করেঁ লাভ নাই

যে দেখুৎ কুঢ়ি,

তিৎকিয়ে তিৎকালেও যে গ্যারাহ্য করে নাই

খ্যাঁচরাঞি অকে চানকি করা যায়?

কাজিকে বাশি খ্যাঁচরা-খ্যাঁচরি কইরলে –

পাজি হঞ যাবার চান্স থাকে!

পেঁদা বইলচ্ছি? সইৎ নায় ত কী?

কানশালে আঁড়রালেও কেউ শুইনছে কি?

গটা আনসা হঞে গেল –

মেদনীপুর নকি সাক্ষর হঞে গেল।

ভাল কথতহা।আঁধার কালর মইধ্যে আলর কথা।

বিদ্যাসাগর আপনি ত এই স্বপুনেই দেখথেন,

সেই স্বপুন ত সাথক হঞে গেল।

কিন্তুক নিজ কানে ক্যানে শুনলি সেই ডায়লগটা?

‘বিদ্যাসাগরের মেদনীপুর, ভাকুত্যালে ভরপুর,

বই শিলেট চুলহায় পুড়’!

কিসের লাগেঁ ক্যানে তিতিক্ষায় বইল্ল লকে,

যেদগে দরকার সেদগে নায় মুহাঞি

ভাশুরের সঁগে যাচাঞি ছুয়ায়।

বুঝলি হে সাঁঘাত,

বইল্লে বলে চুনু থোতনায় ভুখেল বাত!

স্বচইখে ক্যানে দেখলি ভালা

বুঢ়াপঢ়ার মূল্যায়ন-পত্রগিলায় উত্তর লিইখছে

গঠ গঠ পেরাইমারি ইস্কুলের ছানাপুনা?

স্বচইখে দেখা, লহে শুনা, লহে গাঁথাগুণা,

লহে আনসাট্টা কহনী বুনা।

বিদ্যাসাগর! দোষ দিব আর কাকে?

ইছড়িং আর ডাকুস ত জরি-জবরায়েই থাকে!

হামি ঝাণ্ডা উড়াঞি চলি

বক্তৃতা দিই, মুহে বড় বড় ‘বলি’ বলি-

‘বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুর

নিরক্ষরতা করবো দূর।”

আর ইদগে হামার বেটা

অ – আ পইড়থ্য যেটা

অকে পাঠাই ইংলিশ মিডিয়ামে

নাইহলে যে বেচরি কম পড়েঁ যায় দামে!

হায় বিদ্যাসাগর শুইনছেন ত?

স্বপুনের জাল বুইনছেন ত?

এই ত বাংলা!

চাইর দিগেল্লে তাইল মাইরছ্যে হিন্দীগান।

জহরাঞিছে। পইচবার কথা ছিল –

কিন্তুক কই, পইচল নাই ত কান?

কাওয়ায় কি আর কুইলির ডাক ডাকে?

বলছি ত, যাদের কিছু করার ছিল

অরহা ডুবেছে অথই পচলা পাঁকে,

নাই ত ত্যাল দিঞছে নাখে।

ভেড়াকে নেউগড়াঞি ঘড়া বনা যায় নাই-

বরুং ঘড়াকে নেউগড়ালে ভেড়া হঞি যাবার চান্স থাকে!

বিটি ছা-গিলার লিখাপঢ়ির লাগেঁ

অনেক করেঁছিলেন, হঁটরে হঁটরে রাইৎ জাগেঁ।

আইজ বিটি ছা-গিলাকে দেখছিই ত নিজের চইখে

এক সঁগে পাউড়ি বাঢ়াঞিছে,

আগদহলিও ত হছে কেউ কেউ।

কিন্তুক...

আধেকগিলা ত আইজও ছাগল বাগালি কইরছে

চার আনি বয়সেই

ট্যাঁহাছানা কলে কাঁখে মানুষ কইরছে।

খাটেঞ খাটেঞ মরদগিলার

জাহান কাইলা হঞে গেল

কিন্তুক কই অদের দুখের মইলা কই গেল?

আধপেটা খাঞে খাইটছে খইড়কা সুরু গতরে

মরণের পাঘা আঁট হছে সরেঁ সরেঁ।

হাউলসা হাউলসি হছে ঘরে ঘরে

কে লিলাঞ দিলেক বাবু কার এত হাস?

ঘড়াগিলাকে ভেড়া বনাঞ ঘড়া ডেঁহগেঞ খাছ ঘাঁস?

কে লিলাঞঃ দিলেক বাবু কার এত হাস?

ঘড়াগিলাকে ভেড়া বনাঞঃ ঘড়া ডেঁহগে কাটঅ ঘাঁস?

বিদ্যাসাগর! পাঁচ কুড়ি পাঁচ বছর হঁঞে গেল

আপনি চল্যে গেছেন।

গেছেন নকি ভগবানেই জানেন!

বিদ্যাসাগর; আপনি কি আর একবার নাই আসভেন?

সাগর নাই হোক একটা হড়হইড়া লদী হঞে?

পানি তঘরেঁ রহেলে ভুঁই প্যাসলিবারেই কথা,

তা সে যতই শুখনা হোক।

তবে সইৎ, দলখি হয় নাই।

কেউ কেউ পইড়া ডাঙায় দলখি কইরতে গেছল

কিন্তুক লাভ হয় নাই;

পানি ঘ্যাঁটলায় হয় লেওয়া লিয়েঁছে, নাইত,

শুধু পেঁখাল মাছের লেখেন

(৬)

কাদায় সামভায় আরামসে আছে।

তাই ত জিগাস করি বিদ্যাসাগর,

হবকা বহি কবু নামভেক নাই?

আঁঝলা জলে ত অঁজরা আখলান যায় নাই

পাখলাও যাবেক নাই,

একটা হড়হইড়া লদী দরকার –

একটা হড়হইড়া লদী।

শিলাতে হব্যাক

পইড়া ডাঙ্গায় ঝইর ফুঁটাতে হব্যাক

পাথইরা পাহাড়লে ঝইর ছুঁটাতে হব্যাক

ফুঁটাতে হব্যাক সোনার ফুল ফল

পাথইরা ডাহিতে ধান, বান বহাতে হবেক।

উদমা ডাহি সাজাতে হবেক

ভথা ফাল পাজাতে হবেক

কুইঢ়ামি ঢিলাতে হবেক

পইড়া জমি শিলাতে হবেক।

আনেক হাথ দরকার একই সঁগে

একই রঙে একই ঢঙে

হাথের পাঁচঅটা আঙুল, বাঁহি শক্তাবেক

হালি মাটি রক্তাবেক

ঝরবেক ঢের ঘাম

পাবই পাব দাম।

দুশমনটাকে রগদাব

এই মনটাকে জবদাব।

পহিলা সাঁঝেই কাহইলাঞ গেলে চইল্বেক নাই

সবাই ঘীণ কইরবেক, চতরী বইল্বেক ভাই

আঁধার কালি মুঁছে দিতে –

চইখের পানি পুঁছে লিতে হবেক নিজরাকেই।

ভখা-দুখাকে চখাতে হবেক

টিকরঅ পাহাড় ফাটাতে হবেক

খাটতে হবেক খাটাতে হবেক

কুইঢ়ামি ঢিলাতে হবেক

পইড়া জমি শিলাতে হবেক।

অচিনহাপ

হইলদায় দেখাছে সুতরি শণের ফুল,

মহক ছাইড়ছে;

শুনাছে মেয়ামানুষের গুজুরফুসুর গুইল

কান আইড়ছে

ছিঁড়া ফাটা একটা ম্যাঘ।

বাউকাঞ্চি বুইলছে বাউ,

গইড়ান লালা, তবু জলে ধরেঁছে ট্যাগ

মাচায় ঝুইলছে লাউ।

ফকটে যতটা মিলে সোবটাই কি ফাউ?

ঝুড়গুঁড়ায় সুড়গুজাছে, হুগাছে বেড়ি

বাইরহায় ন খহড়ি

মনটা বেজাঞ্চি অমহড়ি।

পরাণ জুড়াব ন জুইড়ব

নাই যাছে কহা,

উইড়ব ন বসেঁ বসেঁ পুইড়ব

হছি দআভআ।

বাণি ঢাঁকাঢরহা দিয়া আংরা

নকি পাছে জলছাপ?

টকটইকা ঘাঁস নকি ডাংরা

লাইগছে অচিনহাপ।

চিনতে লারি কেনে ভালা? কনঅ ত ছুপাই নাই

তবু অচিনহাপ কালা, চিনহার কনঅ উপায় নাই।

নিস্কর্মার স্বপুনেক ডালা

ঢ্যানালাগা ঢনঢইনা নি’কর্মা ঢনকেঁ বুলে

উরমুলঝুরমুল উধন্যা চুলে।

মনের মাঝে সিগিরবিগির সেঁয়া কুলে

জালি আর গাদর।

মায়-বাপের শুখা আদর -

ভিজল্য স্যাঁপে;

চিপেঁ চাপ্যেঁ

নানাস্থানি থ্যাড়েগ্যাজে হুঁড়া ভাগ,

থারাথাইর হ্যাঁসরা হ্যাঁসরি রাগ

লুলপুসাবার লম্বা দোড় বাহেঁ -

চাকরী আর কাঁহে?

মরলাহা, পেঁদলাহা, ভ’খলাহার সালটুপিটা লিয়েঁ

হাউলসা হাউলসি খাভলা লুচকা রাস্তাবাট দিয়েঁ

গিজিপিটি লেতাড় শুধু লেতাইড়

চাকরী নাই। ভখাদের হঁদটাঁড়।

চিমড় তাই সকৈল ধাকাল ডেঁহগে করে

শেষ তক কাঁদাল ধারে স্যাঁটল হয় লরে।

ঘুরাঞি ছাহইতে হবেক

গঁজা দিয়েঁ আর চইলবেক নাই

ঘুরাঞি ছাহইতে হবেক।

ইধারে ভদরভং উধারে ভুলুক

রোদ পানি সোব ভিতর ঘরে করে হুলুকবুলুক।

শরাবণে পানি ঝরে

মাইঝ্যা ঘরে।

বিছনাপতর লিঞে আধা রাইতে ইকুন উকুন বুলি

এক কুণে কন রকম গঁজড় হঁঞ ঢুলি।

আর ঢুইললে দেখছি চইলবেক নাই,

খড়কুটা যুথা যেটুকু বটরায়ঁ পাই

কন রকম চালাঞি দিয়া কদ্দিন যায়?

ঘুরেঁ সেই যেইসা কি তেইসা।

টুই পুরা উধন্যা গ্যাছে একে

মহড়িলেও কদ্দিন টেকে?

চইলবেক নাই, চইলবেক নাই,

গঁজা দিয়েঁ আর চইলবেক নাই

রোদ, পানি সোব টেইকবেক –

ঘুরাঞ্চি ছাহইতে হবেক

ঢেইর খড় দরকার, সরকিন বাতা, দড়ি,

আসঅ মুইড়ার ঘাম ঠ্যাঙে টসকাঞঃ লইতন ছাইন গড়ি।

বাঁইচতে হবেক, বাঁচাতে হবেক,

নাইচতে হবেক, নাচাতে হবেক;

জমাট ধুলাট আখড়া নাইহলে কেমন করে নাচি?

ঘরের মতন ঘর নাই হলে কেমন করে বাঁচি?

–